এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারি ২০১২

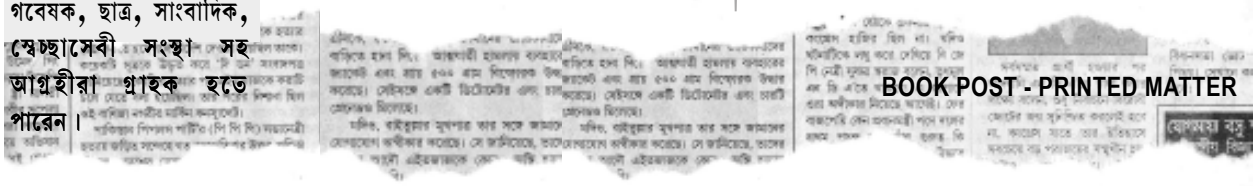

১ = $\frac{৩৬৫}{২}$ ১৭/১১২

মুম্বইয়ে বছরভর মোট বৃষ্টির অর্ধেক একদিনে হয়েছে। এমন হয়েছে ২০০৫-এ। এই ঘটনা ঘটে কুড়ি বছরে একবার। শতকের শেষদিকে এমন ঘটবে পাঁচ বছর অন্তর। এইসব জানাচ্ছে ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ।

ভূমিকম্প ১৭/১১৩

প্রথম বিশ্ব ভূমি-সম্পদের মূল্যায়ন হল। রিপোর্টের নাম স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিসোর্সেস ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার। তথ্য-মাফিক, পৃথিবীর মোট জমির এক তৃতীয়াংশের অবস্থা খুব খারাপ আর আট শতাংশকে বলা যায় প্রায় খারাপ। প্রায় সব মহাদেশই এর শিকার। যার ভেতর আছে ইউরোপের দক্ষিণ, আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, আফ্রিকার সহেল–হর্ন অফ আফ্রিকা ও সমগ্র এশিয়া। ফাও-এর নিরিখ মোতাবেক, ভূমির খারাপ অবস্থা মানে খারাপ মাটি,বাস্তুসংস্থানের জীব বৈচিত্র হ্রাস সবকিছুকেই বোঝায়।

জং গোল ১৭/১১৪

বন-পরিবেশমন্ত্রক ফি বছর জঙ্গল নিয়ে খতিয়ান বার করে। যার নাম ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট। মন্ত্রকের পক্ষে খতিয়ান বানায় ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভে ইনস্টিটিউট। ২০১১-র প্রতিবেদন এখনো বেরোয়নি। গদাইলস্করি চলছে। ওদিকে জঙ্গল ছোট হচ্ছে। বাণিজ্যিক গাছ বাদ দিলে যার আয়তন এখন অব্দি প্রায় পাঁচ ভাগ কমেছে।

হ্রদেও ? ১৭/১১৫

আমেরিকা, কানাডা, গ্রিনল্যান্ডসহ বেশ কিছু হ্রদের জলের পলিতে বদল। বিজ্ঞানীরা এই জন্য হ্রদের তলার জল পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে এই বদল ঘটছে গত ৬০ বছর ধরে। যার হার বেশ দ্রুত। বিজ্ঞানী বলছেন, এর কারণ খনিজ তেলের দহন ও রাসায়নিক সার। এই দহন ও সার ব্যবহারে নাকি বাতসে নাইট্রোজেন বাড়ছে, সেই নাইট্রোজেন বৃষ্টি ও তুষারে মিশে মাটিতে যাচ্ছে।

ডি-জেলবন্দি ১৭/১১৬

ডিজেলে ভরতুকি দেওয়া হয়। এই ভরতুকি চাষি ও গণ-পরিবহনে সুবিধের জন্য। কিন্তু চাষে ডিজেল মাত্র ১২ শতাংশ। অন্যদিকে ডিজেল গাড়ি বাড়ছে–প্রাইভেট গাড়ি বাড়ছে। বিজ্ঞানী বলছেন, ডিজেল ধোঁয়ার কণা নাকি ক্যান্সার ডাকে।

ম শক্ ১৭/১১৭

নারকেল দিয়ে ম্যালেরিয়া দূর। এই উপায় বের করেছেন পেরুর বিজ্ঞানী পালমারিয়া ভেন্টোসিল্লা। মশার লার্ভা মারতে ভেন্টোসিল্লা এক অণুজীব বেছেছেন। নাম বিটিআই। এই অণুজীব উৎপাদন ব্যয়সাপেক্ষ। নারকেলে ফুটো করে সামান্য বিটিআই ঢুকিয়ে দিলে নারকেল অণুজীবের ইনকিউবেটরের কাজ করবে।

হিম সিম! ১৭/১১৮

মোবাইল ফোন থেকে শিশুর স্বাস্থ্যহানি, এমন বলছে বিজ্ঞান। মোবাইল ফোন থেকে শিশুর শরীরের কোষের ক্ষতি। টিউমারের আশঙ্কা। ক্ষতি হচ্ছে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার-স্নায়ুতন্ত্রের। ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা শিশুর চোখের।

মাধ্যাকর্ষণ? ১৭/১১৯

হিমাচলে আপেলের রেকর্ড সংখ্যক ফলন। এ বছর এই ফলনে ভাটা। গত বছরে বাক্সের সংখ্যায় ফলন প্রায় সাড়ে চার কোটি, কিন্তু এবছর তা নেমে হয়েছে এক কোটি একুশ লক্ষ। আপেলের ক্ষতিতে কৃষক সবজি চাষ করছে। সবজি চাষে লাভ আপেল চাষকে ছুঁয়েছে। ১৯৫১-৫২ তে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে ২৫ হাজার টন সবজি হত। এখন ৬৫০০০ হেক্টর জমিতে ফলনের পরিমাণ ১২ লক্ষ টন।

নির্জীব বৈচিত্র ১৭/১২০

১৯৭০ থেকে ২০০৩ বিশ্বজুড়ে জীব বৈচিত্র হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৩১ শতাংশ। গ্রীষ্মমণ্ডলে এই হ্রাস প্রায় ৫৫ শতাংশ। আদিম অরণ্যের লোপ যার প্রধান কারণ। এসব বলেছেন অধ্যাপক জে এস সিং, তাঁর বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রে।

হাওয়া খারাপ ১৭/১২১

বাতাস থেকেও সবজি দূষণ। বাতাস থেকে সবজিতে ভারি ধাতু। বাতাস থেকে জমির ওপর হওয়া সবজিতে বিষ। বাতাস থেকে সবজিতে মিশছে সীসা-তামা-নিকেল-ক্রোমিয়াম-ক্যাডমিয়াম। এসব বলছে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

সে কী! ১৭/১২২

১৮৫০ থেকে দশটি উষ্ণতম বছরের ভেতর একটি হবে ২০১২। উষ্ণতা ২০১১-র তুলনায় বাড়বে, তবে ২০১০-এর মতো হবে না। জানিয়েছে ইংল্যান্ডের আবহাওয়া দফতর।

NOদী ১৭/১২৩

উত্তরপ্রদেশে আমি নদী লোপাট হচ্ছে। আমিতে রোজ বর্জ্য ডাঁই হচ্ছে। বর্জ্য আসছে গোরখপুর শিল্প-তালুক থেকে। নদীপারের কমবেশি ১০০ বাসিন্দা সর্দিকাশি, জ্বর, বমি বমি ভাব বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। রাতে নদী থেকে দুর্গন্ধ উঠছে। দুর্গন্ধে আশপাশের মানুষ শ্বাস নিতে পারছে না। হরদিন সূর্যাস্তের পর নদীর ওপর আধ মিটার উঁচু করে ময়লা ঢিবি হচ্ছে। শিল্প তালুকের বর্জ্য শোধন ব্যবস্থা তৈরি করার কথা ছিল, হয়নি। আন্দোলন চলছে। সরকারি প্রতিনিধি এসেছেন, সুরাহা মেলেনি। এইবছর তিন মাসের ভেতর দেশের পরিবেশমন্ত্রী দেখতে আসতে পারেন। সেই আশায় সবাই বসে আছে।

কিছু বলার নেই ১৭/১২৪

সনাতনী চাষ কমে আসায় ক্ষতি হয়েছে পশুপাখিরও। কম্বোডিয়ার সারস, কাজাখাস্তানের ল্যাপউইং, ইথিওপিয়ার লিবেন লার্ক জমিতেই থাকত। চাষজমি কমায় এই তিন পাখির সংখ্যা কমেছে।

কবিরাজতন্ত্র ১৭/১২৫

ভেষজে ম্যালেরিয়া সারে। হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন বলছেন। এই আরোগ্যে আছে দুই ভেষজ। দুই ভেষজই ভারতে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় দেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের অংশে। গবেষকরা এই ভেষজ ইঁদুরকে খাইয়ে দেখেছেন। ভালো ফল পেয়েছেন।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কৈবর্ত বিদ্রোহ

১৭/১২৬

কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় তেল খনি করা নিয়ে মৎস্যজীবী বিক্ষোভ। বিক্ষোভ গুজরাটে। রাজ্য পেট্রোলিয়াম নিগমের বিরুদ্ধে। মৎস্যজীবীরা বলছে, ওই এলাকা থেকে মাছ পাওয়া যায় ভালো। খনি হলে সব নষ্ট হবে। বিক্ষোভ জোরদার, নানা বিধায়ক ও রাজনীতিজনের অংশগ্রহণে।

ঢাক>০.০১২

১৭/১২৭

দেশে পরিবেশ রক্ষায় ব্যয় হয় সামান্যই, গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.০১২ শতাংশ। হালে, যোজনা আয়োগে বন ও পরিবেশমন্ত্রক এক পরিকল্পনা পেশ করেছে। পরিকল্পনার বয়ানে বলা হয়েছে বিশ্বপ্রেক্ষিতের বিচারে ভারতে নাকি পরিবেশ রক্ষার উপযুক্ত তহবিল আছে।

হি-ম্যান গ্রোভ

১৭/১২৮

মুম্বই হাইকোর্টের চাঞ্চল্যকর রায়। রায় ম্যানগ্রোভ রক্ষা নিয়ে। সুনামির সময় পূর্ব উপকূলের ম্যানগ্রোভ অঞ্চল বিপর্যয় থেকে বেঁচে ছিল, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল সেরে উঠেছিল তাড়াতাড়ি। হাইকোর্টের রায়ে এই ম্যানগ্রোভ রক্ষার নির্দেশ আছে। মুম্বই ও সন্নিহিত অঞ্চলের ৫,৮০০ হেক্টরের এই জঙ্গল রক্ষায় এবার তাই জোরদার উদ্যোগ।

DIEVERSITY

১৭/১২৯

উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গল বিপন্ন। লোপাট হচ্ছে ভেষজ গাছ। এই জঙ্গল বিশ্বসেরা জৈব বৈচিত্র অঞ্চলের একটি। এই জঙ্গলের অনেক ভেষজ গাছ হারিয়ে গেছে—অনেক গাছ বিপন্ন। এই গাছ নিয়ে যাচ্ছে ওষুধ কোম্পানি। এই গাছ সংগ্রহ করছে অপটু মজুর। তাই এমন হচ্ছে। এখানকার ৫০০০ প্রজাতির ১৪০০-র বেশি ভেষজ গাছ হয় কমে গেছে, নয় বিপন্ন, নয় বিপদের মুখে।

ইউ টার্ন

১৭/১৩০

হিমালয়ের ইউ গাছ লোপাট হচ্ছে। ইউ গাছে ক্যানসারের ওষুধ আছে। এই ওষুধ কেমোথেরাপির। এই গাছ উধাও হচ্ছে ভারত–আফগানিস্তান–নেপাল পাহাড়শ্রেণি থেকে।

ভাংরা না নোংরা ?

১৭/১৩১

গুজরাটে বিষ-আবর্জনা পাহাড়-প্রমাণ। বলছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। জমছে বিশেষ করে ভদোদরায়। জমছে ক্রোমিয়াম ও সীসা। এইসব আসছে খনি–ট্যানারি রং কারখানা, বালা তৈরির কারখানা, বিদ্যুৎ চুল্লি প্রভৃতি থেকে।

কচ্ছপগতি

১৭/১৩২

গহিরমঠ ম্যারিন সাঙ্কচুয়ারিতে মাছধরা নিষিদ্ধ হল। গহিরমঠ ওড়িশায়।এই স্যাঙ্কচুয়ারি বঙ্গোপসাগরে ধর্ম নদীর মোহনায়। এখানে এখন আগামী সাতমাস মাছধরা যাবে না। কারণ এখানে কচ্ছপ ছাড়া হবে। এই কচ্ছপ অলিভ রিডলি। এই নিষেধ ওড়িশার সামুদ্রিক মৎস্যপালন বিধি ১৯৮২ মোতাবেক। এই নিষেধ বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন ১৯৭২ মোতাবেক। যদিও এই নিষেধানামায় আশপাশের ২৬ হাজার মৎস্যজীবী তাদের ক্ষতি ক্ষোভসহ জানিয়েছে।

হায় ! দ্রাবাদ

১৭/১৩৩

হায়দ্রাবাদে শব্দদূষণ চরমে। একেবারে ৯০-৯২ ডেসিবেল। হায়দ্রাবাদ একসময়ের দেশের সেরা কল্লোলিনী। যা এখন গাড়ি-ট্রাক-বাইক-বাসের তারস্বরে ছত্রখান। ২০১০ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের হিসেবে ওখানের শিল্পাঞ্চলে শব্দমাত্রা অনুমোদিত সীমার ২৫ ডেসিবেল বেশি। অন্ধ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বলছে এর ফলে মাথা ঝিমঝিম, অস্বস্তি, অস্থিরতা, ভয়ভয় ভাব ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়বে। কিন্তু এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মবিধি কে বানাবে তা এখনো ঠিক হয়নি।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ক্ষুদ্রতা-মিল ১৭/১৩৪

ক্ষুদ্র সেচ নিয়ে বৃহৎ উদ্যোগ। এই উদ্যোগ তামিলনাড়ুতে। এই উদ্যোগ তালিমনাড়ু সরকারের। এইজন্য ৭৫ থেকে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বড় সব চাষিই ভর্তুকি পাবে। পাট্টা চাষিও ভর্তুকি পাবে। অগ্রাধিকার পাবে তফশিলি জাতি- জনজাতি-প্রাক্তন সেনা-মহিলা ও প্রতিবন্ধী। দল করে চাষ করলেও ভর্তুকি পাবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পাবে ১০০ ভাগ আর অন্যরা ৭৫। ভর্তুকি আসবে ঝারি ও বিন্দুসেচ সরঞ্জামের জন্যও ভর্তুকি আসবে।

তামিলনাড়ুতে সেচসেবিত জমি ৫৮ শতাংশ। তামিলনাড়ুতে এখন অব্দি ভূতল জল খরচ ৯৫ শতাংশের বেশি আর ভূগর্ভ জল খরচ হয়েছে ৮৫ শতাংশ।

H_2Oh! ১৭/১৩৫

রাজস্থানে জলসম্পদ আইন আসছে। জলসম্পদ নিয়ে দেশে এটা প্রথম আইন। আইনের প্রস্তাব নিয়ে রাজস্থানে কর্মশালা হয়েছে। কর্মশালায় সরকারি আধিকারিক, জলবিদ, আইনবিদ, অধিকারকর্মী সবাই ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরের জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়াটি বানাচ্ছে।

দূষিত রাজধানী ১৭/১৩৬

দিল্লির বাতাস ফের দূষিত। দিল্লিতে গাড়ি চলত সিএনজিতে। এখন ডিজেলও চলছে। ২০০০ থেকে দিল্লির বাতাস শুদ্ধ হচ্ছিল। এখন আবার ওখানে ওজোন বাড়ছে। মানুষের শ্বাসকষ্ট বাড়ছে। সরকার বাস বাড়ানোর চেষ্টা করছে, ডিজেলে কর বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

মৃত্যুদূত্ত ধ ১৭/১৩৭

পাঞ্জাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর পাতিয়ালায় ২০০০ লিটার ভেজাল দুধ আটক করেছে, ৩০ টন ভেজাল মিষ্টি ফেলে দিয়েছে। এই ভেজাল দুধ লাগত মিষ্টি, ঘি ও আরো নানা দুধজাত সামগ্রীতে।

দুঁদে দুধে ১৭/১৩৮

মহারাষ্ট্র দুধে ভেজাল ধরতে মোবাইল ভ্যান বানাবে। এখানে ৬৫ ভাগ দুধ দূষিত। মোবাইল ভ্যান হবে ১৫টা। এই জন্য সরকারের বরাদ্দ ১০০ কোটি। সরকারের তরফে দুধ উৎপাদকদের দুধ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

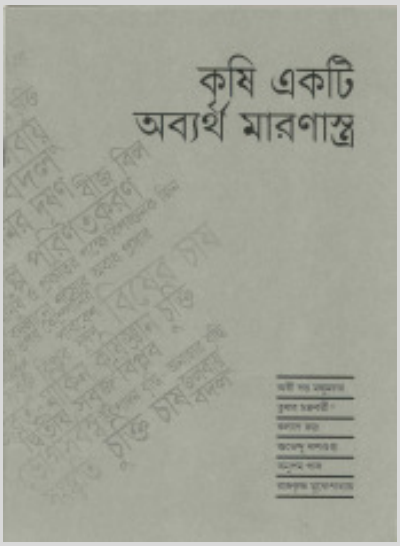

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

দাম ৩০ টাকা

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু